দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 12 JAN 2015
পৃষ্ঠা ...১৮... কলাম ...৩-৫...

আশাশুনি পুঁইজালা প্রাথমিক বিদ্যালয়

জীর্ণ ভবনে ঝুঁকি নিয়ে পাঠদান

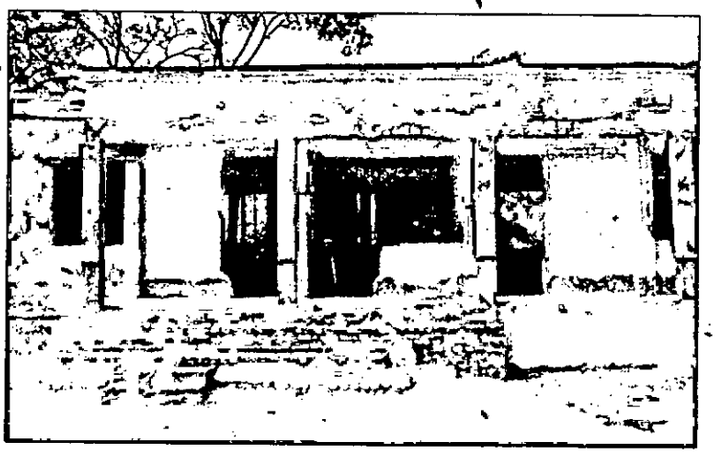

আশাশুনি (সাতক্ষীরা) থেকে জিএম মুজিবুর রহমান

আশাশুনি উপজেলার পুঁইজালা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনের চরম নাজুক অবস্থার মধ্যেও কর্তৃপক্ষ ক্লাশ পরিচালনা করে যাচ্ছেন। শিক্ষার্থীরা মাত্র দুটি কক্ষের মধ্যে বেহাল অবস্থায় স্কুলে ক্লাশ করতে বাধ্য হচ্ছে। ১৯৪০ সালে উপজেলার একটি চরম অবহেলিত প্রত্যন্ত পল্লী গ্রাম পুঁইজালায় বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত। বর্তমানে স্কুলে ২৩২ জন ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে। শিক্ষক আছেন ৬ জন। ২০০৬ সালে পিডিপি-২ প্রকল্পের আওতায় ২ কক্ষ বিশিষ্ট একটি বিল্ডিং নির্মাণ করা হয়। সেই থেকে দুটি বিল্ডিংয়ের ৬টি কক্ষে ক্লাশ পরিচালনা করা হতো। বেশ ভালোভাবে চলছিল স্কুলটি। কিন্তু ২০১২ সালে পুরনো বিল্ডিংটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়। যদিও আরও বহু আগেই বিল্ডিংটি ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়েছিল। সেই থেকে মাত্র দু'কক্ষকে অফিস ও ক্লাশ রুম হিসেবে একসাথে ব্যবহার করা হচ্ছে। এক শিফটের স্কুলকে দুই শিফট করা হলেও মাত্র ২টি কক্ষকে ৩টি করে ক্লাশ ও অফিস কক্ষ হিসেবে ভাগ করে ক্লাশ নেয়া হচ্ছে। এসময় স্কুলে গেলে মনে হবে বাজারের মধ্যে হৈ-চৈ চলছে। ক্লাশ পরিচালনা করা শিক্ষকদের পক্ষে যেমন বিব্রতকর, ততধিক বেশি কষ্টকর ক্লাশে বুঝতে পারা ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য। তবুও ক্লাশ চালানো হচ্ছে স্কুলটিতে। শিক্ষকরা অনেক কষ্ট করে মোটামুটি ভালো ফলাফলও করাতে পারছেন। ২০০৯ সাল থেকে শুরু হওয়া প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় ১০০% শিক্ষার্থী কৃতকার্য হওয়ার গৌরব রয়েছে এ বিদ্যালয়ের। বর্তমান যুগে এসে ২টি কক্ষ নিয়ে কোন স্কুল চলতে পারে এমনটি ভাবা না গেলেও আশাশুনির জন্য এটি নজির হয়ে আছে। আরও দুর্ভাগ্যজনক তথ্য হলো, পরিত্যক্ত ভবনটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হলেও অপসারণ করা হয়নি। ভবনের ছাদ, দেওয়াল, পিলার খসে পড়তে পড়তে খুবই শোচনীয় পর্যায় রয়েছে। স্কুল চলাকালীন কিংবা অন্য সময় এই চরম ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে ছাত্র-ছাত্রী ও সাধারণ মানুষ উঠে থাকে। যে কোন সময় প্রাণহানির আশঙ্কা থাকলেও ভবনে ঢোকা বন্ধ করা যাচ্ছে না। ফলে প্রাণহানির মতো লোমহর্ষক ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই ভবনটি অপসারণের উদ্যোগ নেয়া দরকার। প্রধান শিক্ষক ইউনুছ আলি জানান, তারা ক্লাশ পরিচালনার ক্ষেত্রে যে অসহনীয় ভোগান্তিতে রয়েছেন তা বর্ণনা করার ভাষা তাদের জানা নেই। পরিত্যক্ত ভবনটি নিয়েও রয়েছেন দুশ্চিন্তায়। এব্যাপারে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়েছে এবং কার্যকর পদক্ষেপ নিতে তিনি জোর দাবি জানিয়েছেন।